মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২০

(১)বেহেস্তি রাজ্য এমন একজন জমির মালিকের মতো, যে তার আঙুরক্ষেতের কাজে মজুর ঠিক করার জন্য খুব সকালে বাইরে গেলো। (২)সে মজুরদের সাথে দিন-প্রতি এক দিনার মজুরি ঠিক করে তাদেরকে তার আঙুরক্ষেতে পাঠিয়ে দিলো। (৩)প্রায় ন'টায় সে আবার বাইরে গেলো এবং আরো কয়েকজন মজুরকে বাজারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। (৪)সে তাদের বললো, 'তোমরাও আঙুরক্ষেতে যাও, আমি তোমাদের উপযুক্ত মজুরি দেবো।' (৫)সুতরাং তারা গেলো। আবার সে প্রায় বারোটা ও তিনটায় বাইরে গিয়ে ওই একই কাজ করলো। (৬)এবং প্রায় পাঁচটায় বাইরে গিয়ে সে অন্য কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। সে তাদের বললো, 'তোমরা সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে আছো কেনো?' (৭)তারা তাকে বললো, 'কেউ আমাদের কাজে লাগায়নি।' সে তাদের বললো, 'তোমরাও আঙুরক্ষেতে যাও।'

(৮)দিনের শেষে আঙুরক্ষেতের মালিক তার ম্যানেজারকে বললো, 'মুজুরদের ডেকে শেষজন থেকে আরম্ভ করে প্রথমজন পর্যন্ত প্রত্যেককে মজুরি দাও।' (৯)যাদের প্রায় পাঁচটার সময় ঠিক করা হয়েছিলো, তারা এসে প্রত্যেকে এক দিনার করে পেলো।

(১০)প্রথমে যারা কাজে গিয়েছিলো, তারা ভাবলো যে, তারা বেশি পাবে; কিন্তু তারাও প্রত্যেকে এক দিনার করেই পেলো। (১১)এতে তারা জমির মালিকের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলতে লাগলো, (১২)যারা সব শেষে কাজে এসেছিলো, তারা মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে, আর আমরা রোদে পুড়ে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছি, অথচ আপনি তাদেরকে আমাদের সমান করলেন।'

(১৩)সে তাদের মধ্যে একজনকে বললো, 'বন্ধু, আমি তো তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি কি আমার কাছে এক দিনারে কাজ করতে রাজি হওনি? (১৪)তোমার পাওনা নিয়ে চলে যাও। আমি ঠিক করেছি যে, তোমাকে যা দিয়েছি, শেষের জনকেও তাই দেবো। (১৫)যা আমার নিজের তা আমার খুশিমতো ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? নাকি আমি দয়ালু বলে তোমার হিংসা হচ্ছে?' (১৬)এভাবে যারা শেষের, তারা প্রথম হবে আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে।"

(১৭)পরে হযরত ইসা আ. যখন জেরুসালেমের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর বারোজন হাওয়ারিকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, (১৮)"দেখো, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি। সেখানে ইবনুল-ইনসানকে প্রধান ইমামদের ও আলিমদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে দোষী করবে। তারপর তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রƒপ করার, চাবুক মারার (১৯)এবং সলিবে হত্যা করার জন্য অ-ইহুদিদের হাতে দেবে। আর তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।"

(২০)অতঃপর সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার ছেলেদের নিয়ে হযরত ইসা আ.র কাছে এলেন এবং নতজানু হয়ে তাঁর কাছে দয়া চাইলেন। (২১)তিনি তাকে বললেন, "তুমি কী চাও?" তিনি বললেন, "আপনি এই ঘোষণা দিন যে, আপনার রাজ্যে আমার দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে আর অন্যজন বাঁ পাশে

বসবে।” (২২)কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, “তোমরা যা চাচ্ছো তা তোমরা জানো না। যে-গ্লাসে আমি পান করতে যাচ্ছি তাতে কি তোমরা পান করতে পারো? তারা তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, আমরা পারি।”

(২৩)তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যে-গ্লাসে আমি পান করবো, তোমরা অবশ্যই তাতে পান করবে; কিন্তু আমার প্রতিপালক যাদের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকেই আমার ডান কিংবা বাঁ পাশে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই।”

(২৪)বাকি দশজন এসব কথা শুনে ওই দুই ভাইয়ের ওপর বিরক্ত হলেন। (২৫)তখন ইসা তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, “তোমরা জানো যে, অইহুদিদের শাসনকর্তারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে এবং তাদের নেতারা তাদের ওপর নির্দয়ের মতো হুকুম চালায়। (২৬)তোমাদের তা হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড়ো হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের সেবাকারী হতে হবে। (২৭)আর তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের গোলাম হতে হবে। (২৮)একইভাবে ইবনুল-ইনসান সেবা পেতে আসেননি কিন্তু সেবা করতে এবং অনেক মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের জীবন দিতে এসেছেন।”

(২৯)তারা জিরিহো ছেড়ে যাবার সময় অনেক মানুষ হযরত ইসা আ.র পেছনে পেছনে চললো। (৩০)সেখানে পথের ধারে দু’জন অন্ধ বসে ছিলো। হযরত ইসা আ. সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, “হুজুর, হযরত দাউদ আ.র বংশধর, আমাদের প্রতি রহম করুন!”

(৩১)এতে অনেকে তাদের ধমক দিলো, যেনো তারা চুপ করে। কিন্তু তারা আরো জোরে চিৎকার করে বললো, “হুজুর, দাউদের বংশধর, আমাদের প্রতি রহম

করুন!” (৩২)তখন হযরত ইসা আ.দাঁড়ালেন এবং তাদের ডেকে বললেন, “তোমারা কী চাও? আমি তোমাদের জন্য কী করবো?”

(৩৩)তারা তাঁকে বললো, “হুজুর, আমাদের চোখ যেনো খুলে যায়।” (৩৪)তখন মমতায় পূর্ণ হয়ে হযরত ইসা আ. তাদের চোখ ছুঁলেন। আর তখনই আবার তারা তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো এবং তাঁকে অনুসরণ করলো।